1737 1441 100Rs. (1)

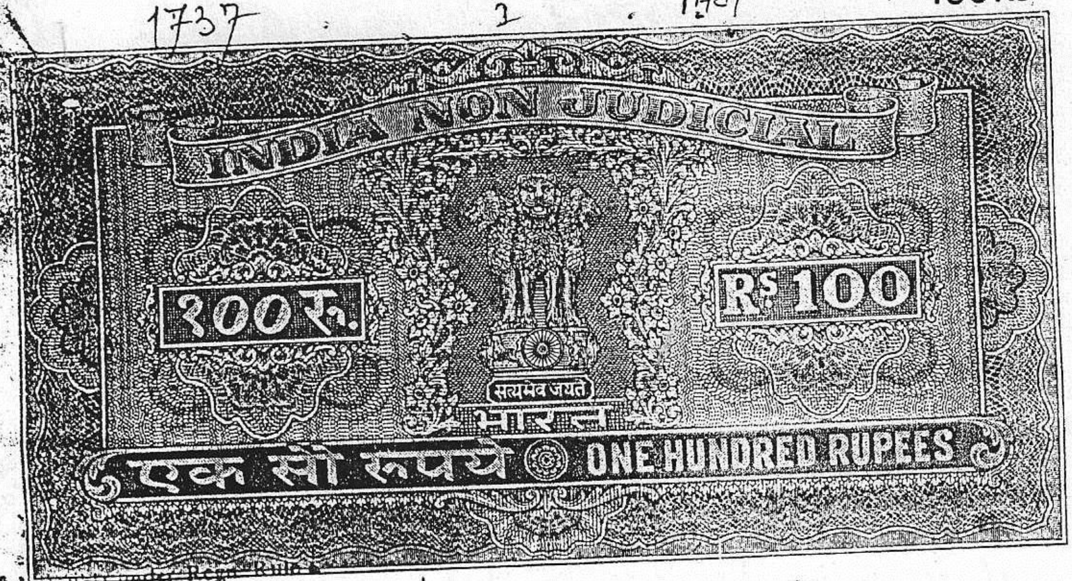

Admissible under Regn. Rule ...
Duly Stamped under the Indian Stamp Act, 1899 as amended by Act III of 1922 and Section 82 Calcutta Improvement Schedule. 2444
Duly Paid and ... Stamp Act, 1899 as Amended in 1976 Rs. 153.50
Additional duty Paid under the Calcutta Improvement Act 1911
Rs. 60.40 Excess 2-10
Total Rs. 216-00

A 31.50
C - 6 -
N - 2.40
39 - 90

SUB-REGISTRAR, ALIPORE
24 Parganas
26/3/84

সাফ বিক্রয় কোবালা
মূল্য ৩০২০ টাকা

কোবালা গ্রহীতা ঃ -

শ্রী অমূল্য কুমার নস্কর.
পিতা মৃত নব কুমার নস্কর
জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী
সাকিন ৪১২০ নং জহুরা বাজার
লেন, থানা কসবা, কলিঃ ৪২
জেলা ২৪ পরগণা ।

কোবালা দাতা ঃ -

শ্রীশ্রী লক্ষীনারায়ণ ঠাকুর জীউ
পক্ষে ম্যানেজার শ্রী কেশব লাল দে
পিতা মৃত কৃষ্ণকুমার দে,
জাতি হিন্দু পেশা চাকুরী,
সাং ৪১।১এ জহুরা বাজার লেন
থানা কসবা, জেলা ২৪ পরগণা ।

ও

সহকারী ম্যানেজার -
শ্রী অশোক কুমার দাস
পিতা মৃত মানিক চন্দ্র দাস
জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরী,
সাং ৪১।১এ জহুরা বাজার লেন,
থানা কসবা, জেলা ২৪ পরগণা ।

A 31.50
N 2.40
39.90

DEBKON
Proprietor

100Rs.

কস্য প্রজাই স্বত্বের জমি মায় উক্ত জমির মালিকী স্বত্ব বিক্রয়ের সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে ঃ —

জেলা ২৪ পরগণা, থানা সদর টালিগঞ্জ হাল থানা কসবা পরগনে কলিকাতা চৌকি নং ১৪৫, মৌজা কসবা গ্রামে নিম্ন ।ক। তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত ৩৪৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৩৫২ নং দাগে ৪.৫১ চারি একর একান্ন শতক নিষ্কর লাখেরাজ জমি এবং ঐ মৌজার ঐ থানা ও চৌকির অধিন ২৬৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৩৫২/১৪৯৪ দাগে ১.০০ এক একর রায়তি জমি মোট ৫.৫১ শতক জমি জনৈক জগদীশ চরণ দাস পিতা ৺কানাই লাল দাস সাকিম ৩ নং জহুরা বাজার লেন, নিজ স্বোপার্জ্জিত অর্থে খরিদ করিয়া উহাতে নিব্যূঢ় স্বত্বে ভোগবান ও দখলীকার থাকেন । উক্ত জমির উপর নিজ বসতবাটী নির্মান করিয়া উহাতে সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন । উক্ত জমি বিভিন্ন প্লটে প্রজাবিলি করিয়া এবং প্রজাগনের —

10 Rs.

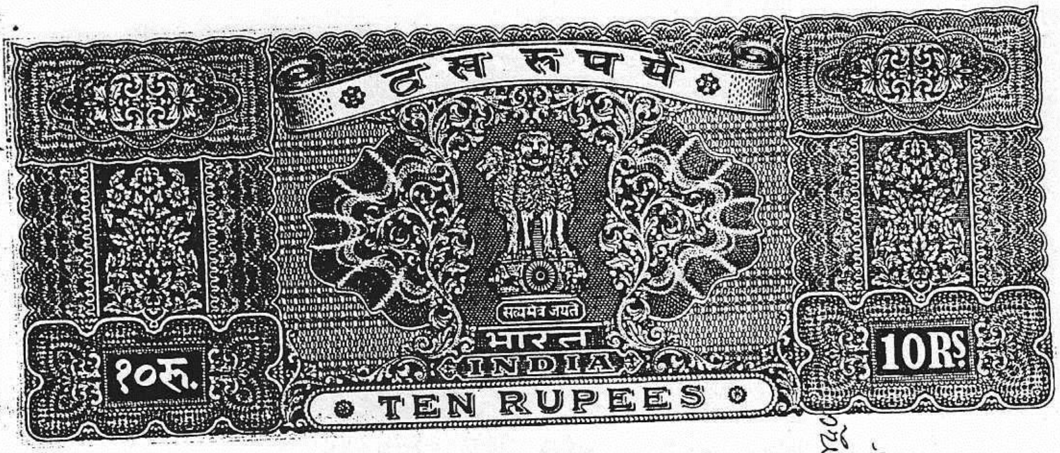

প্রজাগনের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া ভোগবান ও দখলীকার থাকেন। উক্ত জগদীশ চরণ দাস মহাশয় তাহার উক্ত বসত বাটীতে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত বিগ্রহের নিত্য পূজা অর্চনা করিতে থাকেন।

তদনন্তর বিগত ইংরাজী ১৯৫৩ সালের ১৯শে জানুয়ারী মোতাবেক বাংলা সন ১৩৫৯ সালের ৫ই মাঘ তারিখে এককেতা উইল সম্পাদন করেন উক্ত উইল আলিপুর ডিঃ রেজেষ্টারী অফিসের ৩নং বহির ১নং ভল্যুমের ৩১ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠায় সন ১৯৫৩ সালের ৫নং দলিল রূপে লিপিবদ্ধ হয়।

উক্ত উইলে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে শ্রী জগদীশ চরণ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর উক্ত উইলে বর্ণিত ।ক। তপশীল ভুক্ত কসবা গ্রামের ৩৫৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৩৫২ নং দাগের ৪•৫১ শতক নিস্কর লাখেরাজজমি ও খ তপশীলে বর্ণিত উক্ত মৌজার ২৬৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৩৫২/১৪৯৪ দাগের ১•০০ এক একর রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের

3RS

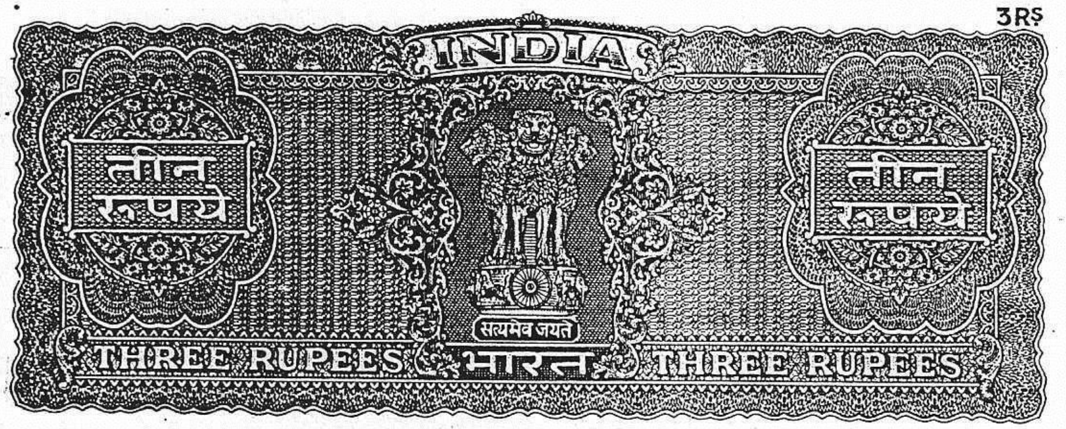

স্বত্বের জমি মোট ৫.৫১ শতক জমি উক্ত ঠাকুর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউর ষোল আনা রকম বর্ত্তাইবে এবং উক্ত সম্পত্তি উক্ত সম্পত্তি উক্ত ঠাকুরের স্বত্ব দখলী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে উক্ত জগদীশ চরণ দাস মহাশয়ের ওয়ারেশ গণ ও স্থলাভিষিক্ত গণ চিরকালের জন্য নিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইবেন । তৎকালে উক্ত সম্পত্তির মাসিক উপস্বত্ব মাসিক আনুমানিক ৬১৫৷৷০ টাকা ছিল এবং উহার দ্বারা ট্যাক্স ও রাজস্ব ইত্যাদির খরচা ও শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউর নিত্য সেবাপূজা,ঝুলন,রাস,দোল অন্যান্য পর্ব্বাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ ছিল । উক্ত জগদীশ চরণ দাস মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৯৫৪ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে পরলোকগমন করেন । উক্ত উইলে বর্ণিত সম্পত্তি দেবত্তর সম্পত্তি বলিয়া প্রচার করিলেও উইলকর্ত্তা শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউর নিত্যসেবা পূজা ও দেবত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান নাই

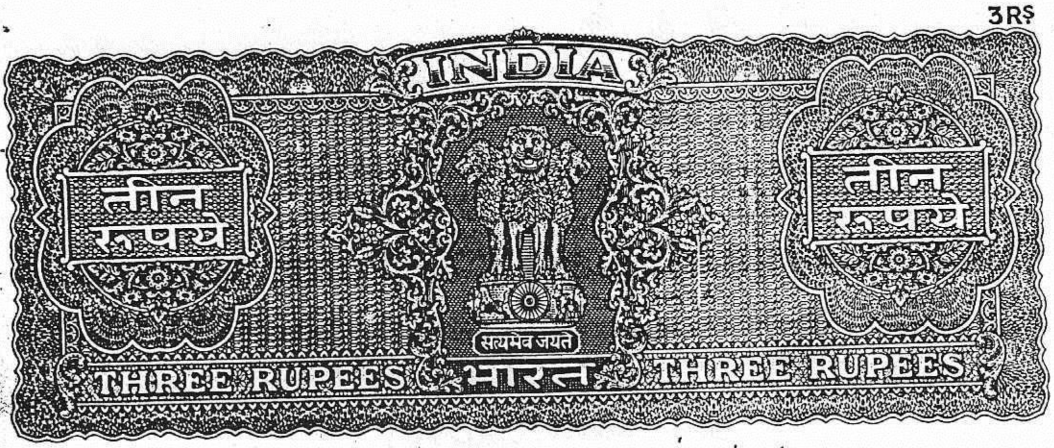

মাত্র উইলকর্তার জামাতা অধুনা মৃত মানিক চন্দ্র দাশ মহাশয়কে দেবত্তর সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। উক্ত উইলে উইল কর্তা ডাঃ শ্রী শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী তাহার জামাতা উক্ত মানিক চন্দ্র দাশ ও শ্রী বীরেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম মহাশয় গণকে একজিকিউটার নিযুক্ত করেন। উক্ত ডাঃ শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একজিকিউটারের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তদনন্তর উক্ত শ্রী মানিক চন্দ্র দাশ ও শ্রী বীরেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম উক্ত উইলের প্রবেট প্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করেন এবং আলিপুরের ১০ম সবজজ মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইং সন ১৯৬২ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে প্রবেট প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত উইলে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সেবায়েত নিযুক্ত না করায় দেবত্তর সম্পত্তি রক্ষাবেক্ষন ও দেবতার নিত্য সেবা পূজার বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তদনন্তর উক্ত জগদীশ চরণ দাশ মহাশয়ের ওয়ারেশগনের দেবত্তর – সম্পত্তি রক্ষাবেক্ষণের ব্যবস্থার নিমিত্ত আলিপুর ১ম মুনসেফী আদালত ইং সন –

১৯৬৪ সালের ১৬২ নং মোকর্দ্দমা ও ইং সন ১৯৬৬ সালের ২২৫ নং মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকর্দ্দমা দুইটি পক্ষগনের আবেদনক্রমে একসঙ্গে বিচার হয় এবং উক্ত মোকর্দ্দমা দুইটি সন ১৯৭৪ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে নিম্নলিখিত সর্ত্তে নিষ্পত্তি হয়। এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে উক্ত শ্রী কেশব লাল দে মহাশয় উক্ত দেবত্তর এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত শ্রী অশোক কুমার দাশ মহাশয় সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত হইবেন এবং দেবত্তর সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ করিবেন। উক্ত ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারদ্বয় উক্ত দেবত্তর সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণ করিতে ছেন কিন্তু অর্থাভাবে উহার উন্নতি সাধন ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধ করা ও উইলে উল্লিখিত কর্মচারীগনের বেতন ইত্যাদি দেওয়া এবং নিত্য সেবাপূজা ও বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ও বহন করিতে অপারগ হয়েন। উক্ত দেবত্তর সম্পত্তির উপর বহু প্রজা উক্ত জগদীশ চরণ দাশ মহাশয় পত্তন করিয়া যান ঐ প্রজাগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্লটে বা খণ্ডে ৪০ চল্লিশ বৎসরের উপর গৃহাদি নির্মান করিয়া বসবাস করিতেছেন। প্রজাগণ তাহাদের নিজ নিজ নামে কলিকাতা কর্পোরেসনে নাম পত্তন করিয়াছেন। বর্তমানে প্রায় ৮০,০০০ আশী হাজার টাকা ট্যাক্স বাকী পড়িয়াছে এবং অবিলম্বে উহা পরিশোধ না করিলে দেবত্তর সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেবত্তর সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও প্রজাগনের সকলের মঙ্গলার্থে একটি সুচিন্তিত পন্থা আবিষ্কার করার বিষয় বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজার মহাশয়গণ প্রজাগনের সহিত পরামর্শ করেন এবং প্রজাগণ সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাদের পৃথক পৃথক –

দখলীকৃত প্রজাই স্বত্বের জমি ও তদুপরিস্থিত গৃহাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের নিজ নিজ দখলী জমির উপরিস্থ মালিকী স্বত্ব খরিদ করিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ দখলীয় জমির ওনার ও অকুপায়ার ট্যাক্স পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। উক্ত ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারগণ উক্ত প্রস্তাব দেবত্তর সম্পত্তির পক্ষে একান্ত মঙ্গলজনক মনে করিয়া আলিপুরের মহামান্য ডিঃ জজ সাহেবের নিকট প্রজাই স্বত্বের জমি বিক্রয় করিবার জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইবার জন্য ইং সন ১৯৮৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্ত আলিপুর জজ কোর্টের সন ১৯৮৩ সালের ১৭৬ নং মিস জুডিসিয়াল কেস রূপে লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত দরখাস্তের নোটিশ আবশ্যকীয় পক্ষগনের উপর আদালতের নির্দ্দেশ মত জারী করা হয় এবং উহারা আদালতে উপস্থিত হইয়া দেবত্তর সম্পত্তির অংশ বিক্রয়ের আবেদন পত্র অনুমোদন করেন এবং তাহাদের যে কোন আপত্তি নাই ইহা বলিয়া আদালতে দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্ত ও সম্মতি পত্র সমূহ ও ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া মাননীয় ডিঃ জজ মহাশয় ২০।১২।১৯৮৩ তারিখে ৩ নং অর্ডার দ্বারা এইরূপ — আদেশ করেন যে আবেদনকারী ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজার মহাশয়গনের দেবত্তর সম্পত্তির প্রজাবিলি অংশ বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আদেশ দান করেন। এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে কোবালা দলিলের খসড়া আদালত কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

উপরোক্ত আদেশ অনুসারে উক্ত ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারগণ আদালতের উক্ত আদেশ জ্ঞাপন করেন এবং প্রজাগনের মধ্যে তাহাদের দখলী অংশের জমি ও তদুপরিস্থিত মালিকী স্বত্ব খরিদ করিবার ইচ্ছা থাকিলে উহা ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারকে জ্ঞাত করাইতে বলেন।

এক্ষণে উক্ত আদালতের আদেশ অনুযায়ী দেবত্তর সম্পত্তি প্রজাগণকে বিভিন্ন দলিলে বিক্রয় করিবার সোহরৎ করিলে অত্র কোবালা গ্রহীতা শ্রী অমূল্য কুমার নস্কর তাঁহার দখলী প্রজাই স্বত্বের ৪।২০ নং জহুরা বাজার লেনস্থিত কমবেশী ৫।২২ পাঁচ কাঠা বাইশ স্কোয়ার ফুট জমির ও উহার উপরিস্থিত মালিকী স্বত্ব বেলমোক্তা ৩০২০্ তিন হাজার কুড়ি টাকা পণে খরিদ করিবার জন্য আবেদন করেন এবং উক্ত জমির উপর যে ওনার ও অকুপায়ার ট্যাক্স যাহা বকেয়া ও ভবিষ্যতে ধার্য্য হইবে উহা পরিশোধ ও বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। দেবত্তর স্টেটের মঙ্গলার্থে ও উন্নতি কল্পে ও দেবসেবা ইত্যাদির প্রয়োজনে ও আদালতের অনুমতিক্রমে ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারগণ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়েন ও এক মৌখিক প্রস্তাবে আবদ্ধ হয়েন।

এক্ষণে উক্ত চুক্তি মোতাবেক পণের সমুদয় টাকা নিম্ন রায়মত বুঝিয়া পাইয়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউ পক্ষে উক্ত শ্রী কেশব লাল দে ও শ্রী অশোক কুমার দাস যথাক্রমে ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজার অত্র কোবালা দলিল কোবালা গ্রহীতার নাম বরাবরে সই সম্পাদন পূর্ব্বক উক্ত ৫।২২ পাঁচ কাঠা বাইশ স্কোয়ার ফিট জমি যাহা নিম্ন তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত হইল উহা কোবালা গ্রহীতাকে বিক্রয় করিয়া স্বীকার ও অঙ্গিকার করিতেছেন যে কোবালা গ্রহীতা অদ্য হইতে উক্ত জমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার হইলেন এবং উক্ত জমির জন্য দেয় যে খাজনা ধার্য্য ছিল উহা আদায় দেওয়ার দায় হইতে অদ্য হইতে অব্যহতি পাইলেন কোবালা গ্রহীতা অদ্য হইতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত দান, বিক্রয়াদির সর্ব্বপ্রকার হস্তান্তরের ও রেহান বন্ধকাদির সর্ব্বপ্রকার দায় সংযোগের ক্ষমতাযুক্তে খাসে অথবা

অথবা প্রজাবিলির দ্বারা পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসানগনক্রমে ভোগদখল করিবেন তাহাতে দেবত্তর এষ্টেটের পক্ষ হইতে কখনও কোনপ্রকার ওজর আপত্তি করা হইবে না এবং করিলেও উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অফিস আদালতাদিতে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে ।

প্রকাশ থাকে যে উপরে যে সমস্ত বিষয় উক্তি করা হইল উহা বা উহার কোন অংশ অসত্য বা অপ্রকৃত প্রমানিত হয় এবং তজ্জন্য যদি কোবালা গ্রহীতার স্বত্ব দখলের কোন বিঘ্ন ব্যাঘাত ঘটিয়া কোন ক্ষতি খেসারত হয় তাহা হইলে তাহা পূরণ করিতে এবং কোবালা গ্রহীতার স্বত্ব দখল অক্ষুন্ন বা দৃঢ়তর করিবার জন্য কোন পরিপোষক দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উহা সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য উহা অত্র ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারদ্বয় স্থলাভিষিক্ত গণক্রমে বাধ্য রহিলেন ।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরলান্তঃ করনে অন্যের বিনানুরোধে পনের টাকা নিম্ন আয়মত বুঝিয়া পাইয়া এবং কোবালা গ্রহিতার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউ পক্ষে ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজারদ্বয় অত্র সাফ কোবালা দলিল সহি সম্পাদন করিলেন । ইতি তাং সন ১৯৮৪ সালের — ২৬শে মার্চ মোতাবেক বাংলা ১৩৯০ সালের — ১২ই চৈত্র,

বিক্রীত সম্পত্তির তপসীল

জেলা ২৪ পরগণা, পরগণা কলিকাতা থানা সদর টালিগঞ্জ হাল কসবা, সব রেজেষ্ট্রী অফিস আলিপুর, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসনের অনুর্গত ৪।২০ নং জুরা বাজার লেন, কলিকাতা ৭০০০৪২ প্রেমিসেসস্থিত কমবেশ —

কনবেশ ৫৩২২ পাঁচ কাঠা বাইশ স্কোয়ার ফুট পরিমিত জমির মালিকী স্বত্ব যাহা দলিল সহ সংলগ্ন ম্যাপ বা প্ল্যানে লাল বর্ণ রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং প্রদর্শিত হইল ।

<u>চৌহদ্দি ঃ –</u>

উত্তরে ঃ – শ্রী অর্দ্ধেন্দু বিকাশ পারিয়াল, ৪।১৯ জহুরা বাজার লেন
পূর্ব্বে ঃ – শ্রী সুধীর কুমার সমাদ্দার, ৪।২৬বি জহুরা বাজার লেন
পশ্চিমে ঃ – জহুরা বাজার লেন
দক্ষিনে ঃ – শ্রীমতি বিমলা চ্যাটার্জ্জী
৪।২০এ জহুরা বাজার লেন

<u>টাকার জমা –</u>

নোটে ও নগদে ৩০২০ টাকা নঃ তিন হাজার কুড়ি টাকা মাত্র

<u>সা ক্ষী</u>

4/20এ, জহুরা বাজার লেন,
কলি- 42.

Radhika Ranjan Bose-
4/21/1/1 Jahura Bazar Lane
Cal- 42.

টাইপকারক
আলিপুর জজকোর্ট ।

DEBKON
Proprietor

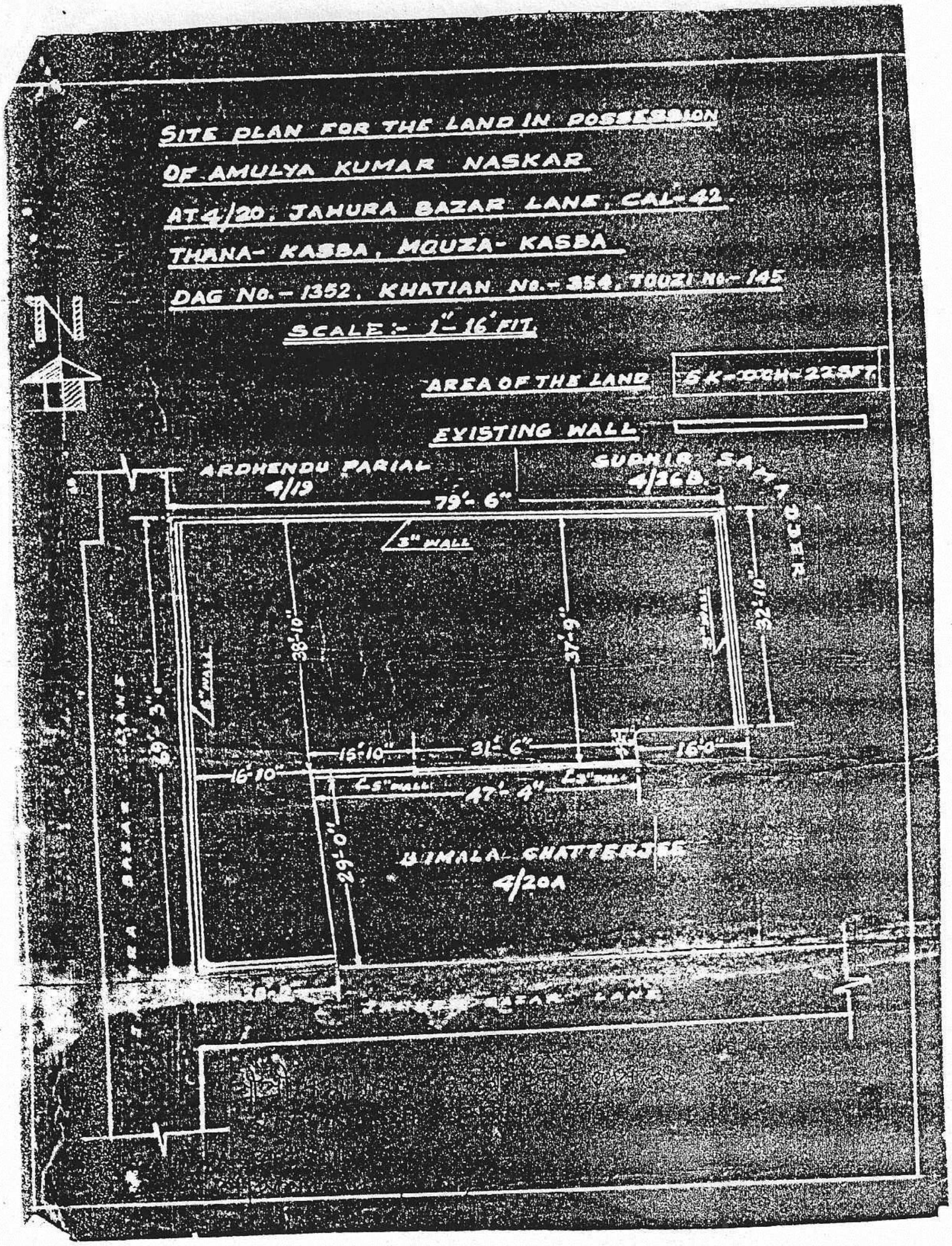

DEBKON

Proprietor